পোকামাকড় ও রোগবালাই

রেড পাম্পকিন বিটল পোকা

এ পোকা ছোট গাছের পাতা গোলাকার করে কেটে ফেলে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন বা ল্যাম্বডা সাইহেলোথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

সাদা মাছি ও জাবপোকা

সাদা মাছি ও জাবপোকা গাছের কচি কান্ড, ডগা ও পাতার রস শুষে খেয়ে ফেলে। পোকা দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপিড বা এসিডাপ্রিমিড গ্রুপের কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

থ্রিপস

সাদা মাছি ও জাবপোকা গাছের কচি কান্ড, ডগা ও পাতার রস শুষে খেয়ে ফেলে। পোকা দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপিড বা এসিডাপ্রিমিড গ্রুপের কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

মাকড়

মাকড় গাছের পাতার রস শুষে খেয়ে পাতাকে মাটির দিকে কুঁকড়ে ফেলে এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মাকড় দমনের জন্য এবামেকটিন গ্রুপের মাকড়নাশক (ভার্টিমেক/সানমেকটিন) অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে। তবে বর্তমানে শোষক পোকা ও মাকড়ের জন্য কম্বাইন্ড কীটনাশকও (ডাইমেনসন/পেগাসাস) বেশ কার্যকর।

মাছি পোকা

এ পোকার আক্রমণে কচি অবস্থায় তরমুজের ফল নষ্ট হয়ে যায়। মাছি পোকায় আক্রান্ত ফল দ্রুত পচে যায় এবং গাছ হতে মাটিতে ঝরে পড়ে যা দ্রুত সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। ফেরোমন ফাঁদ, হলুদ আঠালো ফাঁদ ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার এ পোকার আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করে। মাছি পোকা দমনে লুমেকটিন/ডেনিম ফিট ও বেশ কার্যকর।

ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগ

এ রোগের আক্রমণে গাছ ঢলে পড়ে মারা যায়। নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকলে এ রোগের প্রকোপ কম হয়। রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম চ্যাম্পিয়ন বা ৪ গ্রাম কুপ্রাভিট মিশিয়ে গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।

কান্ড পচা রোগ

এ রোগের আক্রমণে তরমুজ গাছের গোড়ার কাছের কান্ড পচে গাছ মারা যায়। প্রতিকারের জন্য অটোস্টিন ২ গ্রাম বা ২.৫ গ্রাম ভাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১৫ দিন পরপর গাছে স্প্রে করতে হবে।

আর্লি ব্লাইট/আলটারনিয়া ব্লাইট

এ রোগের আক্রমণের ফলে প্রথমে পাতায় কয়েলের মতো চক্রাকার কালচে বাদামি দাগ দেখা যায় এবং আক্রমণ বেশি হলে পুরো পাতা ঝলসে যায়। গাছ ছোট বা চারা অবস্থায় এ রোগ হলে মেনকোজেব ও মেটালেক্সিল গ্রুপের কম্বাইন্ড ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ৭দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।

এনথ্রাকনোস

এ রোগের আক্রমণের ফলে পাতা ও ফলে কালো ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত ফলের বাজারমূল্য কমে যায়। প্রোপিকোনাজল ও হেক্সাকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ

সাধারণত ফল পরিপক্ব হতে চারা রোপণের পর থেকে ৬০-৭০ দিন সময় লাগে। ফল পরিপক্ব হওয়ার পর সংগ্রহ করতে হবে। বারোমাসি তরমুজের বিঘায় ফলন হয় প্রায় ৬ থেকে ৮ টন।

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন ১৬১২৩ নম্বরে সকাল ৮ থেকে রাত ৮ পর্যন্ত।
(শুক্রবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

প্রচারে:

কৃষি তথ্য সার্ভিস
আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা।
www.ais.gov.bd

মুদ্রণ: কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা: ৫৫০০ কপি/মার্চ-২০২৫

বারোমাসি তরমুজ

চাষাবাদ প্রযুক্তি

কৃষি তথ্য সার্ভিস
আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা।
www.ais.dhaka.gov.bd

বারোমাসি তরমুজ
চাষাবাদ প্রযুক্তি

বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় ফল তরমুজ। এটি রসালো ও সুস্বাদু। এর উৎপত্তিস্থল আফ্রিকা মহাদেশে হলেও আমাদের দেশে সহজেই চাষ করা যায়। তরমুজ প্রাকৃতিক-ভাবে এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। ফলটি ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি ও ভিটামিন-সি এর একটি ভালো উৎস। তরমুজে প্রায় ৯৬ ভাগ পানি ও প্রচুর খনিজ লবণ থাকায় দেহের লবণ ও পানির ঘাটতি পূরণে অতুলনীয়। বর্তমানে দেশে সারা বছরই তরমুজ উৎপাদিত হচ্ছে। বারোমাসি তরমুজের আবাদ বেশ লাভজনক হওয়ায় কৃষকরা বর্তমানে এ তরমুজ আবাদে বেশ আগ্রহী।

জাত

বারোমাসি তরমুজের উল্লেখযোগ্য জাতসমূহ হচ্ছে তৃপ্তি, ব্লাকবেরি, গোল্ডেন ক্রাউন, ল্যান ফাই, সুগার কুইন, জেসমিন, কালো মানিক ইত্যাদি।

চারা তৈরি

বিঘায় ১৪০০টি চারার জন্য মাত্র ৫০ গ্রাম বীজ লাগে। চারা উৎপাদনের জন্য সন্ধ্যাবেলায় ৪-৬ ঘণ্টা বীজ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পানি ঝরিয়ে বীজ শুকিয়ে সুতি কাপড়ের মধ্যে রেখে ভাঁজ করে চটের বস্তায় তা আবার ভাঁজ করে মুড়িয়ে রাখতে হবে। বীজসহ চটের বস্তা ৩০-৪৫ ঘণ্টা রোদে জাগ দিয়ে রাখতে হবে। চটের বস্তায় পানি ছিটিয়ে মাঝে মাঝে তা ভিজিয়ে দিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে চটের বস্তায় রাখা বীজ গজিয়ে যাবে। পলিব্যাগ বা প্লাস্টিকের কাপ-ট্রে তে চারা তৈরি করা ভালো। তবে এখন নানা সুবিধা ও কম খরচের কারণে অনেকেই প্লাস্টিকের ট্রে ব্যবহার করছেন। একটি ট্রেতে ১০০টি চারা তৈরি করা যায়। এই ট্রের সুবিধা হলো, যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে স্থানান্তর করা যায়, বৃষ্টি থেকে সহজে রক্ষা করা যায় ও বারবার ব্যবহার করা যায়।

জমি তৈরি

বেলে দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটি তরমুজ চাষের জন্য উত্তম। প্রয়োজন মতো চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির পর ৩ ফুট চওড়া বেড তৈরি করতে হবে। বেডের দৈর্ঘ্য জমির আয়তন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। দুই বেডের মাঝে ২ চওড়া নালাসহ দুই বেডের উপর মাচা তৈরি করতে হবে।

সার প্রয়োগ ও মালচিং

বারোমাসি তরমুজ চাষের জন্য ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচো সার ভালো হবে। বিঘাপ্রতি সার লাগবে- ভার্মিকম্পোস্ট ২০০ কেজি, ইউরিয়া ৪০ কেজি, টিএসপি ৪০ কেজি, এমওপি ৪০ কেজি, জিপসাম ২০ কেজি, জিংক সালফেট ১ কেজি ও বোরন সার ১.৫ কেজি (টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি স্যার ব্যবহার করলে ইউরিয়া স্যার ২০ ভাগ কম দিতে হবে। এতে উৎপাদন খরচও অনেক কমে যাবে)। বেড তৈরির সময় জিংক সার ব্যতীত জৈব, রাসায়নিক সার ও দানাদার কীটনাশক (কার্বোফুরান অনুমোদিত মাত্রায়) ভালোভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। সবশেষে জিংক সার ছিটিয়ে দিয়ে বেডের উপর পলি মালচিং বিছিয়ে দিতে হবে। মাটির বুনট ও মাটির রস অনুযায়ী নালায় পানি দিতে হবে। মাটিতে 'জো' আসলে মালচিং সিট দিয়ে গোল করে কেটে ফেলতে হবে।

চারা রোপণ

মধ্য মার্চ থেকে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এ জাতের তরমুজের চারা লাগানো যায়। চারা উৎপাদনের পর ৭-১০ দিন বয়সী চারা রোপণ করতে হবে। প্রতিটি বেডে দেড় ফুট অন্তর একটি করে চারা রোপণ করলে প্রচলিত মাচা পদ্ধতির চেয়ে প্রায় ১.৫ গুণ বেশি চারা রোপণ করা যায়। এ ছাড়া বীজের মাথা অঙ্কুরিত করে সরাসরি বীজ বপণ করা যায়।

মাচা তৈরি

দুই বেডের মাঝের ফাকা জায়গায় বাঁশ ও নাইলন রশি বা জিআই তার ব্যবহার করে মাচা তৈরি করে দিতে হবে। দোচালা ঘরের চাল বা নৌকার ছইয়ের মতো মাচা তৈরি করা যায়। এতে দুইপাশের বেড থেকে গাছ উঠতে সুবিধা হয়। প্রথমে বাঁশের কাঠামো তৈরি করে তার ওপর ২০ সেন্টিমিটার বা ৮ ইঞ্চি দূরে দূরে তার বা রশি লম্বা করে টানিয়ে ফ্রেমগুলোর ওপর টেনে দিতে হবে। এরপর নাইলনের নেট বিছিয়ে দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুকনো মৌসুমে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। তবে গাছের গোড়ায় যাতে পানি না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গাছ মাচায় উঠে যাওয়ার পর মাটি থেকে দেড় ফুট পর্যন্ত সকল কুশি ও পাতা ছাঁটাই করতে হবে। চারা রোপণের ৩০ দিন পর গাছে ফুল আসে। ফুল ফোটার ৩০ দিন পর ফল পরিপক্ক হয়। ফল ধারনের জন্য হাত পরাগায়ন উত্তম। এতে ফলের আকার বড় হয়। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ১-৩টি স্ত্রী ফুলকে পরাগায়ন করা যায়। ভোর বেলা হাত পরাগায়ন করতে হবে। ফল আসার পর গাছ প্রতি দুটি ফল রেখে বাকি ফল ছাঁটাই করতে হবে।

ফলে নেট বাঁধা

ফল বড় হওয়া শুরু হলে তা নেট দিয়ে বেঁধে না দিলে ছিঁড়ে পড়ে ক্ষতি হতে পারে। সেজন্য ফলের আকার টনিস বলের চেয়ে একটু বড় হলে নেট ব্যাগের ভেতর ফলটি ভরে তা মাচার সাথে বেঁধে দিতে হবে।

কুশিছাঁটা

মোট তিনবার কুশি ছাঁটতে হবে। প্রথমবার ছাঁটতে হবে মাচায় চারা তুলে দেয়ার সময়। মূল গাছের সাথে দুটি কুশি রেখে বাকিগুলো গোড়া থেকে ছেঁটে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার ছাঁটতে হবে প্রথমবার কুশি ছাঁটার ৫-৭ দিন পর। এ সময় মাচায় নেটের নিচে ঝুলে পড়া কুশি ছেঁটে দিতে হবে। এর ৫-৭ দিন পর একইভাবে নেটের নিচে ঝুলে পড়া কুশিগুলো ছেঁটে দিতে হবে।